২৯/৭/২০০৩

ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৬...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থমথমে অবস্থা, বিডিআর মোতায়েন

ছাত্রশিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে আহত ৪ ❑ হল দখলের চেষ্টা

চট্টগ্রাম অফিস : শুক্রবার রাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের পর গতকাল শনিবার পরিস্থিতি ছিল থমথমে। তবে প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে গতকাল কোনো অঘটন ঘটেনি। ক্যাম্পাসে প্রচুর পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন এবং বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে।

জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে পুলিশ। ক্যাম্পাসে কাউকে অবৈধভাবে হল দখলের সুযোগ দেওয়া হবে না। শুক্রবার শিবিরের হামলায় ৪ জন ছাত্রলীগ কর্মী গুরুতর আহত হয়। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ওইদিন শিবির কর্মীরা শহীদ রব হল দখল করে নেওয়ার চেষ্টা চালালে উভয় গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। দীর্ঘ একমাস বন্ধ থাকার পর আগামী ১ আগস্ট যখন বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে যাচ্ছে তখনই এই ঘটনা ঘটলো।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হতে নেওয়ার পরপরই ছাত্রশিবির

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থমথমে

● প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোসহ শহরের কলেজগুলোর ছাত্রাবাস দখলের যে চেষ্টা চালিয়ে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার সন্ধ্যায় তারা আবদুর রব হল দখল করতে চেয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় শহীদ আবদুর রব হলে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির দু দলেরই জোরালো অবস্থান রয়েছে। অন্য হলগুলোর মধ্যে আলাওল ও এফ রহমান হলে শিবিরের এবং শাহজালাল ও শাহ আমানত হলে ছাত্রলীগের আধিক্য রয়েছে ফলে হল দখলের প্রচেষ্টা যদি কোনো দল করে থাকে তবে ভয়াবহ সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে।

শাহজালাল ও শাহ আমানত হলে ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্রদের আধিক্য থাকাতে ছাত্রশিবির ওই হল দুটোতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধার এবং প্রক্টরকে অপসারণের দাবি জানিয়ে এক সমাবেশ করেছে গতকাল। অন্যথায় তারা উপাচার্যকে অপসারণের দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট করার হুমকি দিয়েছে। তবে শিবিরের গতকালের সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনো হল থেকে অস্ত্র উদ্ধার কিংবা অবৈধ দখলদারীদের উচ্ছেদের দাবি জানানো হয়নি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র পরিষদ। ছাত্র ইউনিয়ন তাদের বিবৃতিতে জানায়, ক্যাম্পাসে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য শিবিরের সন্ত্রাসীরা তৎপরতা চালাচ্ছে অন্যদিকে তা প্রতিহত করার জন্য ছাত্রলীগ পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ বন্ধের পর যখন খুলতে যাচ্ছে তখন এই ধরনের অপ্রীতিকর ও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে পুনরায় বন্ধ করে দেওয়াটা সাধারণ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত মাত্র।